তুমি কি মনে কর যে নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের ধ্বংসকর্তা ?

বিপ্লবের সঙ্গে নেপোলিয়নের সম্পর্ক সম্বন্ধেও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর মতামত পরস্পরবিরোধী। একসময় তিনি বলেন, 'আমিই বিপ্লব' ('I am the Revolution) এবং অন্য সময় তিনি বলেন "আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি" (I have destroyed the Revolution)। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি মন্তবাকে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও তাদের যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ নেপোলিয়ন বিপ্লবের উত্তরাধিকারী হলেও বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারও তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। নেপোলিয়নের বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রধান দাবি কিন্তু নেপোলিয়ন স্বাধীনতার দাবি অগ্রাহ্য করেন। যেখানেই সমতার আদর্শের সঙ্গে স্বাধীনতার আদর্শের সংঘাত দেখা দিত সেখানেই তিনি স্বাধীনতার আদর্শ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। কনস্যুলেট-এর সংবিধান প্রথম কনসালকে যে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা দান করে এবং পরে বোনাপার্ট পরিবারের বংশানুক্রমিকভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ ছিল ফরাসী বিপ্লব কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী।

তাছাড়া নেপোলিয়ন নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের নীতি গ্রহণ করেন এবং আইনসভাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। যদিও তিনি গণভোটের মাধ্যমে নিজের শাসন সংবিধানসম্মত করে তোলেন, কিন্তু এই গণভোটও ছিল নেপোলিয়নের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল গণভোটের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্র। জনগণতান্ত্রিক এই স্বৈরতন্ত্রে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির ধ্বসে সাধিত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে তিনি ছিলেন বিপ্লবের ধ্বংসসাধনকারী। তাছাড়া নেপোলিয়নের সংস্কার সব কিছুকে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করে। শিক্ষা, ধর্ম, শাসনব্যবস্থা, আইন প্রভৃতি সমস্ত কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। সমাজের অন্যান্য সংস্থার ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ একাধিপত্য স্থাপিত হয়। ফলে তাঁর শাসনকালে স্বাধীনতা শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সাধারণত জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আদর্শ পরিপূর্ণতা লাভ করে। নেপোলিয়ন কর্তৃক বিদেশী রাজ্যজয় এবং বিজিত রাজ্যের ওপর তিনি যে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল স্বাধীনতার আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্পেন ও জার্মানীতে তাঁর শাসনব্যবস্থা স্থানীয় জনসাধারণের মনে গভীর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে। অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা নেপোলিয়নের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তোলে। এইভাবে নেপোলিয়ন বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। তিনি বিপ্লবের রোমান্সকে ধ্বংস করে অতিবিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করেন এবং আদর্শসর্বস্ব চিন্তাধারা দুর করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সবকিছুই বিচার করার চেষ্টা করেন। বাকসর্বস্ব যুগের পরিবর্তে তিনি একটি কর্মসর্বস্ব যুগের সূচনা করেন। সেজন্য সংক্ষেপে বলা যায় যে, বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন বিপ্লবী যুগের আতিশয্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিক্রিয়ার সন্তানের ভূমিকারও অবতীর্ণ হন।